## গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি

**مجموعة - ب : أجب عن واحد فقط**

**[যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান- ২০×১=২০]**

---

**1- اكتب نبذة من حياة الامام ابي جعفر الطحاوى (رح)، ثم بين منزلة كتابه "شرح معاني الاثار" بين كتب الحديث مفصلا-**

**[ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর জীবনী আলোচনা কর। অতঃপর হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে তাঁর কিতাব শরহু মায়ানিয়িল আছারের স্থান বর্ণনা কর।]**

**أو -اكتب ترجمة الامام ابي جعفر الطحاوي مع بيان خصائص كتابه شرح معاني الاثار-**

**[অথবা, ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর জীবনীসহ তাঁর শরহু মায়ানিয়িল আছার কিতাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।]**

**أو - تحدث عن سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوى (رح) مع ذكر منهجه في كتابه شرح معاني الآثار-**

**[অথবা, ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর জীবনী আলোচনা কর। সাথে সাথে তাঁর কিতাব শরহু মায়ানিয়িল আছারের রচনা পদ্ধতি উল্লেখ কর।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর জীবনী আলোচনা কর এবং হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে তাঁর কিতাব 'শরহু মায়ানিল আছার'-এর স্থান, বৈশিষ্ট্য ও রচনা পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী এক সোনালি অধ্যায়। এই যুগে এমন কয়েকজন মনীষীর জন্ম হয়েছে যারা হাদিস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রের সমন্বয়ে ইসলামি আইনশাস্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইমামুচ্ছারি'য়াহ, হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) অন্যতম। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং হাদিস শাস্ত্রের এক অনন্য সংকলক। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শরহু মা'আনিল আছার' (شرح معاني الآثار) হাদিস ও ফিকহের এক অপূর্ব সমন্বয়।

## ১. ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)-এর জীবনী:

- **নাম ও বংশ পরিচয়:** তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু জাফর। পিতার নাম মুহাম্মদ এবং দাদার নাম সালামা। তাঁর বংশতালিকা হলো- আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আব্দুল মালিক আল-আযদী আত-তাহাবী। মিশরের 'তাহা' নামক গ্রামের দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে 'তাহাবী' বলা হয়।
- **জন্ম:** তিনি ২২৯ হিজরি (মতান্তরে ২৩৯ হিজরি) সনে মিশরের সাঈদ অঞ্চলের 'তাহা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- **শিক্ষা ও মাযহাব পরিবর্তন:** তিনি একটি ইলমি পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তাঁর মামা ছিলেন ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম মুযানী (রহ.)। প্রাথমিক জীবনে তিনি মামার কাছে শাফিয়ী ফিকহ অধ্যায়ন করেন। পরবর্তীতে কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান আল-হানাফী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে এসে হানাফি ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন।
- **ইমামতের মর্যাদা:** তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, ফিকহবিদ এবং রিদজাল শাস্ত্রের ইমাম। আল্লামা ইবনে ইউনুস (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন:

"كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فَقِيْهًا عَاقِلًا لَمْ يَخْلُفْ مِثْلَهُ"

অর্থ: "তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, দৃঢ়তা সম্পন্ন, ফিকহবিদ ও জ্ঞানী। তাঁর পরে তাঁর মতো আর কেউ (মিশরে) জন্মগ্রহণ করেনি।"

- **ইন্তেকাল:** এই মহান ইমাম ৩২১ হিজরি সনে মিশরে ইন্তেকাল করেন।

২. 'শরহু মা'আনিল আছার' কিতাবের পরিচিতি:

ইমাম তাহাভী (রহ.) রচিত হাদিস শাস্ত্রের অনবদ্য গ্রন্থ হলো 'শরহু মা'আনিল আছার'। এটি মূলত আহকাম সম্বলিত হাদিসগুলোর সংকলন। যেসব হাদিসের বাহ্যিক অর্থ নিয়ে বিরোধ বা সংশয় দেখা দেয়, তিনি এই কিতাবে সেগুলোর সমাধান দিয়েছেন।

৩. কিতাবের রচনা পদ্ধতি (মানহাজ):

ইমাম তাহাভী (রহ.) তাঁর এই কিতাবে এক অনন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:

- **হাদিস চয়ন:** প্রথমে তিনি একটি মাসআলা বা অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেন এবং সে সম্পর্কিত হাদিসগুলো সনদসহ বর্ণনা করেন।
- **বিরোধ নিরসন:** বাহ্যিকভাবে বিরোধী হাদিসগুলোর মধ্যে তিনি 'নাসিখ-মানসুখ' (রহিতকরণ) এর নীতি প্রয়োগ করেন।
- **বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:** তিনি কেবল সনদের ওপর নির্ভর করেননি, বরং 'নজর' বা কিয়াসের মাধ্যমে হাদিসের মর্মার্থ উদ্ধার করেছেন। তিনি বলেন, হাদিস বোঝা এবং ফিকহ নির্গমন করার জন্য 'আছার' (বর্ণনা) এবং 'নজর' (যুক্তি) উভয়ই প্রয়োজন।
- **হানাফি মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ:** তিনি দলিল-প্রমাণের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি মাযহাবের মতামতগুলো সর্বাধিক শক্তিশালী হাদিস ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

**৪. কিতাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

'শরহু মা'আনিল আছার' কিতাবটির বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

- **হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়:** এটি কেবল হাদিসের কিতাব নয়, বরং 'ফিকহুল হাদিস' বা হাদিসের ফিকহ বোঝার এক অনন্য ভাণ্ডার।
- **নাসিখ ও মানসুখের আলোচনা:** হাদিসের পরস্পর বিরোধিতার সমাধানে তিনি নাসিখ ও মানসুখের যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা অন্য কিতাবে বিরল।
- **সনদ পর্যালোচনা:** তিনি রাবীদের বা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই (জারাহ ও তাদীল) করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে।
- **যুক্তির ব্যবহার:** হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি আকলি দলিল বা যৌক্তিক প্রমাণকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫. হাদিস শাস্ত্রের কিতাবসমূহের মধ্যে এর স্থান ও মর্যাদা:

হাদিস সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে 'শরহু মা'আনিল আছার'-এর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। সিহাহ সিত্তার (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ) পরেই এর স্থান বিবেচনা করা হয়।

- **মুজতাহিদদের জন্য অপরিহার্য:** যারা ইজতিহাদ করতে চান বা হাদিস থেকে মাসআলা বের করতে চান, তাদের জন্য এই কিতাবটি অপরিহার্য।
- **হানাফিদের দলিল ভাণ্ডার:** হানাফি মাযহাব যে হাদিস বিমুখ নয়, বরং শক্তিশালী হাদিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা প্রমাণের ক্ষেত্রে এই কিতাবটি 'স্তম্ভ' স্বরূপ।
- আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহ.) এই কিতাবের শরাহ 'নুখাবুল আফকার'-এ লিখেছেন যে, ইমাম তাহাভী এমন সব হাদিস সংকলন করেছেন যা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছাড়া অনুধাবন করা কঠিন।

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফিকহবিদ ও মুহাদ্দিস। তাঁর রচিত 'শরহু মা'আনিল আছার' মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অমূল্য সম্পদ। জ্ঞান পিপাসু, বিশেষ করে যারা হাদিস ও ফিকহের বিরোধপূর্ণ মাসআলার সমাধান খুঁজছেন, তাদের জন্য এই কিতাবটি আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এরশাদ করেন:

"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"

(সূরা মুজাদালাহ: ১১)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন।"

ইমাম তাহাভী (রহ.) এই আয়াতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

**2- اكتب نبذة من حياة الامام ابي جعفر الطحاوى (رح) - ثم قارن بين شرح معاني الاثار وشرح مشكل الآثار-**

**[ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর। অতপর شرح مشكل الآثار ও شرح معاني الاثار এর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর 'শরহু মা'আনিল আছার' ও 'শরহু মুশকিলিল আছার'-এর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।**

**উত্তর: ভূমিকা:**

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.)। তিনি হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়ে এমন এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, যা পরবর্তীদের জন্য পাথেয় হয়ে আছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'শরহু মা'আনিল আছার' এবং 'শরহু মুশকিলিল আছার' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। যদিও উভয়টিই হাদিসের কিতাব, তবুও এদের বিষয়বস্তু ও রচনা পদ্ধতিতে রয়েছে সূক্ষ্ম ও মৌলিক পার্থক্য।

**১. ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী:**

- নাম ও পরিচিতি: তাঁর পূর্ণ নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আল-আযদী। কুনিয়াত 'আবু জাফর'। তিনি মিশরের 'তাহা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে 'আত-তাহাবী' বলা হয়।
- জন্ম: তিনি ২২৯ হিজরি (মতান্তরে ২৩৯ হিজরি) সনে মিশরের এক সম্ভ্রান্ত ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- শিক্ষাজীবন ও মাযহাব: তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তাঁর মামা, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুযানী (রহ.)-এর কাছে। তাই শুরুতে তিনি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান আল-হানাফী (রহ.)-এর পাণ্ডিত্য ও যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে হানাফি মাযহাব

গ্রহণ করেন এবং এই মাযহাবের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

- ইলমি মাকাম: তিনি ছিলেন 'হাফিজুল হাদিস' এবং 'মুজতাহিদ ফিল মাসাইল'। ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন: "তিনি ছিলেন ফকিহ, মুহাদ্দিস, হাফিজ এবং নির্ভরযোগ্য ইমাম।"
- ইন্তেকাল: এই মহান মনীষী ৩২১ হিজরি সনে মিশরে ইন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস সংরক্ষণে তাঁর অবদান সম্পর্কে এই হাদিসটি প্রযোজ্য:

"نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ"

(সুনানে তিরমিযী)

অর্থ: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনলো এবং ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে পৌঁছে দিল।"

**২. 'শরহু মা'আনিল আছার' ও 'শরহু মুশকিলিল আছার'-এর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ:**

ইমাম তাহাভীর এই দুটি গ্রন্থই হাদিস শাস্ত্রের অমূল্য রত্ন, তবে এদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় কিছু পার্থক্য বিদ্যমান:

(ক) বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য (Mawdu' wa Hadaf):

- শরহু মা'আনিল আছার: এটি মূলত 'আহকাম' বা আইনি বিধি-বিধান সম্বলিত হাদিসের কিতাব। এর মূল লক্ষ্য হলো ফিকহি মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের দলিলগুলো শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করা। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, হানাফি ফিকহ সহিহ হাদিসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।
- শরহু মুশকিলিল আছার: এর বিষয়বস্তু হলো এমন সব হাদিস যা বাহ্যিকভাবে কুরআনের কোনো আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয় অথবা আকল (যুক্তি) বা অন্য কোনো সহিহ হাদিসের বিপরীত মনে হয়। ইমাম তাহাভী এখানে সেসব জটিলতার নিরসন করেছেন। এটি ফিকহি কিতাবের চেয়ে অনেকটা 'উসুলুল হাদিস' ও 'আকিদা' ঘেঁষা।

(খ) বিন্যাস পদ্ধতি (Tartib):

- শরহু মা'আনিল আছার: এটি ফিকহের অধ্যায় অনুসারে সাজানো। যেমন—কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত ইত্যাদি। তাই ফিকহি মাসআলা বের করার জন্য এটি অত্যন্ত সহজ।
- শরহু মুশকিলিল আছার: এটি ফিকহি অধ্যায় অনুসারে সাজানো নয়। মূল পাণ্ডুলিপিতে এটি রাবীদের নাম বা বিষয়ভিত্তিক জটিলতার ওপর ভিত্তি করে এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ছিল (পরবর্তীতে কোনো কোনো সংস্করণে এটি অধ্যায়ভিত্তিক সাজানো হয়েছে)।

(গ) বিরোধ নিরসন পদ্ধতি (Manhaj):

- শরহু মা'আনিল আছার: এই কিতাবে ইমাম তাহাভী (রহ.) বিরোধপূর্ণ হাদিসগুলোর সমাধানে প্রধানত 'নাসিখ-মানসুখ' (রহিতকরণ) এবং 'তারজিহ' (একটি হাদিসকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া)-এর নীতি ব্যবহার করেছেন।
- শরহু মুশকিলিল আছার: এই কিতাবে তিনি মূলত 'তাতবিক' (সমন্বয় সাধন) এবং শাব্দিক বা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাধান দিয়েছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, বাহ্যিক বিরোধ আসলে বিরোধ নয়, বরং প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

(ঘ) রচনার সময়কাল ও গভীরতা:

- শরহু মা'আনিল আছার: এটি তাঁর জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। এতে ফিকহি বাহাস বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।
- শরহু মুশকিলিল আছার: এটি তাঁর জীবনের শেষ দিকের রচনা। গবেষকদের মতে, তাহকিক বা গবেষণার গভীরতার দিক থেকে 'মুশকিলুল আছার' অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এখানে ইমামের পরিপক্ক জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছে।

**তুলনামূলক ছক:**

| বৈশিষ্ট্য | শরহু মা'আনিল আছার | শরহু মুশকিলিল আছার |
|---|---|---|
| মূল বিষয় | ফিকহি আহকাম ও মাসআলা। | হাদিসের বাহ্যিক বিরোধ ও জটিলতা নিরসন। |

| | | |
|---|---|---|
| বিন্যাস | ফিকহি অধ্যায় ভিত্তিক। | জটিলতা ও বিষয়ভিত্তিক (মূলত)। |
| উদ্দেশ্য | হানাফি মাযহাবের সপক্ষে দলিল পেশ করা। | হাদিস সম্পর্কে সংশয়বাদীদের জবাব দেওয়া। |
| পদ্ধতি | নাসিখ-মানসুখ ও তারজিহ। | তাতবিক (সমন্বয়) ও ব্যাখ্যা। |

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, 'শরহু মা'আনিল আছার' হলো ফকিহদের জন্য দলিলভাণ্ডার, আর 'শরহু মুশকিলিল আছার' হলো মুহাদ্দিস ও গবেষকদের জন্য জটিলতা নিরসনের চাবিকাঠি। ইমাম তাহাভী (রহ.) উভয় কিতাবেই তাঁর প্রজ্ঞা ও ইলমের স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন:

"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

(সূরা নাহল: ৪৩)

অর্থ: "তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।"

ইমাম তাহাভী ছিলেন সেই 'আহলুজ জিকর' বা জ্ঞানীদের অন্যতম, যার কিতাবসমূহ আজো মুসলিম উম্মাহর পথপ্রদর্শক।

**3- اكتب ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله مع بيان سبب تحوله عن الشافعية إلى الحنفية ثم قدر خدماته في الحديث والفقه –**

**[ইমাম আবু জাফর আত-তাহাভী (র)-এর জীবনী লেখ এবং শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফী মাযহাবে তাঁর স্থানান্তরের কারণ উল্লেখ কর। এরপর হাদীস ও ফিকহ শাত্রে তাঁর অবদান বা খেদমত মূল্যায়ন কর।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.)-এর জীবনী লেখ এবং শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফি মাযহাবে তাঁর স্থানান্তরের কারণ উল্লেখ কর। এরপর হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান বা খেদমত মূল্যায়ন কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের আকাশে যে কয়েকজন নক্ষত্র হাদিস ও ফিকহ উভয় জগতেই সমানভাবে উজ্জ্বল, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর এক যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তাঁর হাতেই হানাফি মাযহাব হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল রূপ লাভ করে। তাঁর জীবনী ও অবদান আলোচনা করা মানেই হাদিস ও ফিকহের এক সোনালি অধ্যায় পাঠ করা।

**১. ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)-এর জীবনী:**

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম আহমদ, কুনিয়াত বা উপনাম 'আবু জাফর'। পিতার নাম মুহাম্মদ এবং দাদার নাম সালামা। তাঁর পূর্ণ নসবনামা হলো— আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আল-আযদী আল-মিসরী। তিনি 'ইমাম তাহাভী' নামেই বিশ্বজুড়ে পরিচিত।
- **জন্ম:** তিনি ২২৯ হিজরি (কোনো কোনো বর্ণনায় ২৩৯ হিজরি) সনে মিশরের সাঈদ অঞ্চলের 'তাহা' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে 'আত-তাহাবী' বলা হয়।
- **শিক্ষা ও প্রতিপালন:** তিনি একটি জ্ঞানপিপাসু ও দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বড় আলেম এবং তাঁর মামা ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম, ইমাম মুযানী (রহ.)।

তিনি শৈশবে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং মামার কাছে প্রাথমিক ইলম অর্জন করেন।

- **ইন্তেকাল:** জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ৩২১ হিজরি সনে জিলকদ মাসের পহেলা তারিখে মিশরে ইন্তেকাল করেন।

**২. শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফি মাযহাবে স্থানান্তরের কারণ:**

ইমাম তাহাভী (রহ.) প্রথম জীবনে তাঁর মামা ইমাম মুযানী (রহ.)-এর কাছে শাফেয়ী ফিকহ অধ্যয়ন করতেন এবং শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন। এর পেছনে ঐতিহাসিকরা প্রধানত দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

- **প্রথমত (ইমাম মুযানীর উক্তি):** একদিন পড়ার সময় কোনো একটি মাসআলায় ইমাম মুযানী (রহ.) রাগান্বিত হয়ে ভাগ্নে তাহাভীকে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।" এই কথায় ইমাম তাহাভী মনে কষ্ট পান এবং মামার দরস ছেড়ে মিশরের তৎকালীন হানাফি কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান (রহ.)-এর দরসে যোগ দেন। পরবর্তী জীবনে ইমাম তাহাভী বলেছিলেন, "আমার মামা যদি বেঁচে থাকতেন, তবে আমার এই অবস্থান দেখে তার কসমের কাফফারা দিতেন।"
- **দ্বিতীয়ত (গভীর পর্যবেক্ষণ):** এটিই মূল ও তাত্ত্বিক কারণ। ইমাম তাহাভী লক্ষ্য করতেন যে, তাঁর মামা ইমাম মুযানী (রহ.) মাসআলা চয়নের ক্ষেত্রে প্রায়ই শাফেয়ী মত ছেড়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন এবং তাঁর মতের দিকে ঝুঁকতেন। তিনি মামাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ইমাম মুযানী বলেছিলেন, "ইমাম আবু হানিফা হলেন ফিকহ শাস্ত্রের স্তম্ভ।" এই ঘটনা ইমাম তাহাভীর মনে গভীর দাগ কাটে এবং তিনি সত্য ও শক্তিশালী দলিলের সন্ধানে হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন।

**৩. হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান (খেদমত):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) ছিলেন 'মুহাদ্দিসুল ফুকাহা' বা ফকিহদের মধ্যে মুহাদ্দিস। হাদিস ও ফিকহ—উভয় শাস্ত্রেই তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

(ক) হাদিস শাস্ত্রে অবদান:

তিনি হাদিস সংকলন ও যাচাই-বাছাইয়ে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন।

- **বিরোধপূর্ণ হাদিসের সমাধান:** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'শরহু মা'আনিল আছার'**-এ তিনি বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ হাদিসগুলোকে একত্রিত করেছেন এবং 'নাসিখ-মানসুখ' ও 'তাতবিক'-এর মাধ্যমে সেগুলোর চমৎকার সমাধান দিয়েছেন।
- **হাদিসের জটিলতা নিরসন:** তাঁর জীবনের শেষ বয়সের রচনা **'শরহু মুশকিলিল আছার'**-এ তিনি এমন সব হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা সাধারণ দৃষ্টিতে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়।
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী সংরক্ষণে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। হাদিসে এসেছে:

"بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"
(সহিহ বুখারী)
অর্থ: "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"
ইমাম তাহাভী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এই দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন।
(খ) ফিকহ শাস্ত্রে অবদান:
ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান হানাফি মাযহাবকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

- **হানাফি ফিকহের সংকলন:** তিনি **'আল- মুখতাসার'** (المختصر) নামে একটি কিতাব রচনা করেন, যা হানাফি ফিকহের ওপর রচিত অন্যতম প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থ।
- **দলিল ভিত্তিক মাযহাব প্রতিষ্ঠা:** বিরোধীরা অভিযোগ করত যে, হানাফি মাযহাব কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর। ইমাম তাহাভী তাঁর কিতাবের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি মাযহাবের প্রতিটি মাসআলা সহিহ হাদিস ও আছারে সাহাবার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- **আকিদা শাস্ত্র:** তিনি **'আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ'** রচনা করেন, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং মুজতাহিদ। তিনি শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফি মাযহাবে স্থানান্তরিত হয়ে হানাফি ফিকহকে হাদিসের শক্তিশালী দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলিম উম্মাহর ইলমি জগতে তাঁর এই অবদান কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিদ্বানদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"

(সূরা যুমার: ০৯)

অর্থ: "বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"

**4- اكتب ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله مع بيان مساهمته في الفقه – ثم بين طرق استدلاله في كتابه-**

**[ইমাম আবু জাফর আত-তাহাভী (র)-এর জীবনী লেখ এবং ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান উল্লেখ কর। এরপর তাঁর গ্রন্থে তাঁর দলীল পেশ করার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.)-এর জীবনী লেখ এবং ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান উল্লেখ কর। এরপর তাঁর গ্রন্থে তাঁর দলিল পেশ করার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ফিকহ এবং হাদিস শাস্ত্রের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইতিহাসে যে কয়জন মনীষীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের একজন শক্তিশালী স্তম্ভ। হাদিস ও আছার (সাহাবীদের বাণী) দিয়ে ফিকহি মাসআলা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি ছিল অদ্বিতীয়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ফিকহ ও হাদিস পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক।

**১. ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)-এর জীবনী:**

- **নাম ও পরিচয়:** তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু জাফর। পিতার নাম মুহাম্মদ এবং দাদার নাম সালামা। তাঁর বংশতালিকা— আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আল-আযদী। তিনি ২২৯ হিজরি সনে মিশরের 'তাহা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাই তাঁকে 'আত-তাহাবী' বলা হয়।
- **শিক্ষা ও মাযহাব:** তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হয় তাঁর মামা, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর প্রধান শাগরেদ ইমাম মুযানী (রহ.)-এর কাছে। শুরুতে তিনি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে তিনি হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন এবং মিশরের হানাফি কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান (রহ.)-এর কাছে ইলম শিক্ষা করেন।

- **ইলমি মাকাম:** তিনি ছিলেন একাধারে হাফিজুল হাদিস, ইমামুল ফিকহ এবং মুজতাহিদ। হাদিস ও ফিকহ উভয় জগতেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।
- **ইন্তেকাল:** এই মহান ইমাম ৩২১ হিজরি সনে মিশরে ইন্তেকাল করেন।

**২. ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান:**

ইমাম তাহাভী (রহ.) ফিকহ শাস্ত্রে যে অবদান রেখেছেন, তা হানাফি মাযহাবকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

- **হানাফি ফিকহের হাদিসভিত্তিক প্রমাণ:** বিরোধীরা প্রচার করত যে, হানাফি মাযহাব কেবল 'রায়' বা যুক্তিনির্ভর। ইমাম তাহাভী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, হানাফি ফিকহের প্রতিটি মাসআলা কুরআন ও সুন্নাহর শক্তিশালী দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- **গ্রন্থ রচনা:** তিনি **'আল-মুখতাসার' (المختصر)** নামে ফিকহের একটি কিতাব রচনা করেন, যা হানাফি মাযহাবের মাসআলাগুলোর এক অনন্য সংকলন। এটি ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য আজও অপরিহার্য।
- **তুলনামূলক ফিকহ:** তিনি মাযহাবগুলোর মতভেদ এবং সেগুলোর দলিলগুলো খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা ফিকহ শাস্ত্রের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ফিকহ বা দ্বীনের গভীর জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"

(সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) দান করেন।"

**৩. তাঁর গ্রন্থে দলিল পেশ করার পদ্ধতি (মানহাজুল ইস্তিদলাল):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব **'শরহু মা'আনিল আছার'**-এ দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে এক বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর ইস্তিদলাল বা দলিল পেশ করার পদ্ধতিকে প্রধানত চারটি ধাপে ভাগ করা যায়:

- প্রথম ধাপ: প্রতিপক্ষের দলিল উপস্থাপন:

তিনি কোনো একটি মাসআলা আলোচনার শুরুতে প্রথমে বিপক্ষ দলের (সাধারণত শাফিয়ী বা অন্য মাযহাবের) দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হাদিসটি সনদসহ উল্লেখ করেন। এটি তাঁর সততা ও নিরপেক্ষতার প্রমাণ।

- দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব (নাসিখ-মানসুখ):

এরপর তিনি দেখান যে, প্রতিপক্ষের হাদিসটি হয়তো 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে অথবা সেটি বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছিল। তিনি তারিখ বা অন্য কোনো শক্তিশালী প্রমাণের মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত করেন।

- তৃতীয় ধাপ: নিজের মতের পক্ষে হাদিস উপস্থাপন:

প্রতিপক্ষের জবাব দেওয়ার পর তিনি হানাফি মাযহাবের সপক্ষে হাদিস ও আছার উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি একাধিক সনদ ও শক্তিশালী রাবীদের বর্ণনা এনে নিজের মতটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

- চতুর্থ ধাপ: 'নজর' বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি (গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য):

এটি ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর ইস্তিদলালের সবচেয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। হাদিস উল্লেখ করার পর তিনি 'নজর' (نظر) বা কিয়াস ও আকলি যুক্তি পেশ করেন। তিনি বলেন, শরিয়তের মূলনীতি ও যুক্তির আলোকেও হানাফি মাযহাবের মাসআলাটিই সঠিক। তিনি প্রায়ই বলেন:

"...أَلَا تَرَى" বা "...فَكَانَ النَّظَرُ عِنْدَنَا"

(তোমরা কি লক্ষ্য করছ না... অথবা আমাদের দৃষ্টিতে বা যুক্তিতে এটি এমন...)

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম তাহাভী (রহ.) ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের এক অবিস্মরণীয় মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি কেবল হাদিস বর্ণনাই করেননি, বরং হাদিসের মর্মার্থ উদ্ধার করেছেন এবং 'নজর' বা যুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ইস্তিদলাল পদ্ধতি এতটাই শক্তিশালী যে, তা হানাফি মাযহাবকে এক নতুন প্রাণশক্তি দান করেছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারীদের প্রশংসা করেছেন:

"وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ"

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১)

অর্থ: "এবং বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।"
ইমাম তাহাভী (রহ.) তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ফিকহ শাস্ত্রের সত্যকে এভাবেই উদ্ভাসিত করেছেন।

**5- اكتب نبذة عن حياة أبي جعفر الطحاوي مع خدماته العلمية وطرق استدلاله في كتابه-**

**[আবু জাফর আত-তাহাভী-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাঁর জ্ঞানগত অবদান এবং তাঁর গ্রন্থে দলীল পেশ করার পদ্ধতিসমূহ লেখ।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.)-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাঁর জ্ঞানগত অবদান এবং তাঁর গ্রন্থে দলিল পেশ করার পদ্ধতিসমূহ লেখ।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে যে কয়েকজন মনীষী ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহের সমন্বয়ে ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমাম, হাফিজুল হাদিস এবং মুজতাহিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি এবং দলিল পেশ করার অনন্য পদ্ধতি তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে।

**১. ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী:**

- নাম ও পরিচয়: তাঁর নাম আহমদ, কুনিয়াত 'আবু জাফর'। পিতার নাম মুহাম্মদ এবং দাদার নাম সালামা। তাঁর বংশতালিকা— আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আল-আযদী।
- জন্ম ও স্থান: তিনি ২২৯ হিজরি সনে (মতান্তরে ২৩৯ হি.) মিশরের নীল নদ বিধৌত 'তাহা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে 'আত-তাহাবী' বলা হয়।
- শিক্ষাজীবন: তিনি এক ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় তাঁর মামা, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম মুযানী (রহ.)-এর কাছে।
- মাযহাব পরিবর্তন: শুরুতে তিনি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান আল-হানাফী (রহ.)-এর সাহচর্যে এসে এবং হানাফি ফিকহের দালিলিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন।

- ইন্তেকাল: জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সূর্য ৩২১ হিজরি সনে জিলকদ মাসের পহেলা তারিখে মিশরে অস্তমিত হন (ইন্তেকাল করেন)।

**২. তাঁর জ্ঞানগত অবদান (আল-খিদমাতুল ইলমিয়্যাহ):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) তাঁর ৮২ বছরের জীবনে ইসলামি শরিয়তের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা অতুলনীয়।

- হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়: তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, ফিকহ ও হাদিস দুটি ভিন্ন সত্তা নয়। তিনি হানাফি ফিকহের মাসআলাগুলোকে সহিহ হাদিস ও আছারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণ করেছেন।
- গ্রন্থ রচনা: তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
    - শরহু মা'আনিল আছার: এটি ফিকহুল হাদিসের ওপর রচিত তাঁর মাস্টারপিস।
    - শরহু মুশকিলিল আছার: হাদিসের জটিলতা নিরসনে রচিত এক অনন্য গ্রন্থ।
    - আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা বিষয়ক সর্বজনগৃহীত কিতাব।
    - আল-মুখতাসার: হানাফি ফিকহের সারসংক্ষেপ।
- শিক্ষাদান ও ছাত্র তৈরি: তিনি দীর্ঘকাল হাদিস ও ফিকহের দরস দিয়েছেন। তাঁর হাতে গড়া ছাত্ররা পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন— ইমাম তাবারানী (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিস তাঁর ছাত্র ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইলম প্রচারকারীদের জন্য দোয়া করেছেন:

"نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ"

(সুনানে তিরমিযী)

অর্থ: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনল এবং তা অন্যের কাছে হুবহু পৌঁছে দিল।"

**৩. তাঁর গ্রন্থে দলিল পেশ করার পদ্ধতি (তরিকায়ে ইস্তিদলাল):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'শরহু মা'আনিল আছার'-এ ইস্তিদলাল বা দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে এক অভিনব ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। একে 'তাহাবী পদ্ধতি'ও বলা যায়। তাঁর এই পদ্ধতিটি প্রধানত ৪টি ধাপে বিভক্ত:

- প্রথম ধাপ: প্রতিপক্ষের হাদিস উল্লেখ করা:

কোনো মাসআলা আলোচনার শুরুতে তিনি প্রথমে বিপক্ষ দলের (ভিন্ন মাযহাবের) দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হাদিসটি সনদসহ উল্লেখ করেন। এটি তাঁর ইলমি আমানতদারি ও সততার পরিচায়ক।

- দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিপক্ষের হাদিসের পর্যলোচনা ও জবাব:

এরপর তিনি প্রতিপক্ষের হাদিসটির ওপর পর্যালোচনা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, ওই হাদিসটি হয়তো 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে, অথবা সেটি কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে (খাস) বলা হয়েছিল, যা সাধারণ হুকুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

- তৃতীয় ধাপ: নিজ মাযহাবের সপক্ষে হাদিস উপস্থাপন:

প্রতিপক্ষের জবাব দেওয়ার পর তিনি হানাফি মাযহাবের মতের সপক্ষে শক্তিশালী হাদিস ও আছারে সাহাবা পেশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সনদের বিশুদ্ধতা এবং রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার ওপর জোর দেন।

- চতুর্থ ধাপ: 'নজর' বা কিয়াসের প্রয়োগ:

এটিই ইমাম তাহাভীর পদ্ধতির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। হাদিস উল্লেখ করার পর তিনি 'নজর' (نظر) বা আকলি যুক্তি পেশ করেন। তিনি দেখান যে, শরিয়তের অন্যান্য উসুল বা মূলনীতির সাথে হানাফি মাযহাবের মতটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি প্রায়ই বলেন:

"...فَكَانَ النَّظَرُ عِنْدَنَا" বা "...أَلَا تَرَى"

(আমাদের দৃষ্টিতে বা যুক্তিতে এটি এমন... / তোমরা কি লক্ষ্য করছ না...)

অর্থাৎ তিনি 'আছার' (বর্ণনা) এবং 'নজর' (যুক্তি)—উভয়ের সমন্বয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর জ্ঞানগত অবদান এবং দলিল পেশ করার যৌক্তিক পদ্ধতি ইসলামি আইনশাস্ত্রকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে। বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের দালিলিক ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন:

"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"

(সূরা মুজাদালাহ: ১১)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন।"

**6- تحدث عن ترجمةالمؤلف لكتاب شرح معاني الآثار مع ذكر منزلته عند المحدثين ثم اذكر منهج المؤلف وطرق استدلاله۔**

**[শারহু মাআনী আল-আসার' গ্রন্থেছর রচয়িতার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মুহ্যদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা উল্লেখ কর। এরপর লেখকের কর্মপদ্ধতি ও দলীল পেশের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।]**

---

**প্রশ্ন: 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থের রচয়িতার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা উল্লেখ কর। এরপর লেখকের কর্মপদ্ধতি (মানহাজ) ও দলিল পেশের পদ্ধতিসমূহ (তরিকাযে ইস্তিদলাল) বর্ণনা কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

ইসলামি আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে হিজরি তৃতীয় শতাব্দী ছিল এক সোনালি যুগ। এই যুগে হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়ে যিনি এক বৈপ্লবিক ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি হলেন ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.)। তাঁর অমর গ্রন্থ 'শরহু মা'আনিল আছার' হানাফি ফিকহের দালিলিক ভিত্তি হিসেবে সর্বজনবিদিত। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস ও ফকিহ। নিচে তাঁর জীবনী, মর্যাদা ও রচনা পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

**১. লেখকের জীবনী (তাজকিরাতুল মুসান্নিফ):**

- **নাম ও বংশ পরিচয়:** মহান এই ইমামের নাম আহমদ, উপনাম (কুনিয়াত) আবু জাফর। পিতার নাম মুহাম্মদ এবং দাদার নাম সালামা। তাঁর বংশতালিকা— আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আল-আযদী।
- **জন্ম ও জন্মস্থান:** তিনি ২২৯ হিজরি সনে (মতান্তরে ২৩৯ হি.) মিশরের সাঈদ অঞ্চলের 'তাহা' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের দিকে নিসবত করেই তাঁকে 'আত-তাহাবী' বলা হয়।
- **শিক্ষা ও মাযহাব:** তিনি জ্ঞানপিপাসু এক পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তাঁর মামা ছিলেন ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর প্রধান ছাত্র ইমাম মুযানী (রহ.)। শৈশবে মামার কাছে তিনি শাফিয়ী ফিকহ পড়েন। পরবর্তীতে কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান (রহ.)-এর

সান্নিধ্যে এসে হানাফি ফিকহের যুক্তি ও হাদিসের গভীরতা উপলব্ধি করে হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন।

- **ইন্তেকাল:** এই মহান মনীষী ৩২১ হিজরি সনে জিলকদ মাসের পহেলা তারিখে ইন্তেকাল করেন।

**২. মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা:**

ইমাম তাহাভী (রহ.) কেবল ফকিহ ছিলেন না, বরং মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি ছিলেন অতি উঁচুমাপের 'হাফিজুল হাদিস' ও 'ছিকাহ' (বিশ্বস্ত) রাবী।

- **ইমাম ইবনে ইউনুস (রহ.)-এর মন্তব্য:** মিশরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস ইবনে ইউনুস (রহ.) বলেন:

"كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فَقِيْهًا عَاقِلًا لَمْ يَخْلُفْ مِثْلَهُ"

অর্থ: "তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, দৃঢ়তা সম্পন্ন, ফিকহবিদ ও জ্ঞানী। তাঁর পরে (মিশরে) তাঁর মতো আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি।"

- **ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মন্তব্য:** রিজাল শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা যাহাবী (রহ.) তাঁকে 'আল-ইমাম, আল-আল্লামা, আল-হাফিজ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।
- **হাদিসের স্থান:** সিহাহ সিত্তার পরেই মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ তাঁর কিতাবকে স্থান দিয়ে থাকেন। নাসিখ-মানসুখ এবং হাদিসের জটিলতা নিরসনে মুহাদ্দিসগণ তাঁর ওপর নির্ভর করেন।

**৩. লেখকের কর্মপদ্ধতি (মানহাজুল মুয়াল্লিফ):**

'শরহু মা'আনিল আছার' রচনায় ইমাম তাহাভী (রহ.) এক বিজ্ঞানসম্মত কর্মপদ্ধতি বা মানহাজ অনুসরণ করেছেন:

- **ফিকহি বিন্যাস:** তিনি হাদিসের কিতাবটিকে ফিকহি অধ্যায় অনুসারে (যেমন—তাহারাত, সালাত, যাকাত) সাজিয়েছেন, যাতে ফকিহদের জন্য মাসআলা বের করা সহজ হয়।
- **সনদ বিচার:** তিনি হাদিস বর্ণনার পাশাপাশি হাদিসের সনদ বা রাবীদের অবস্থা (জারাহ ও তাদীল) নিয়ে আলোচনা করেছেন।
- **সকল মতের উল্লেখ:** তিনি কোনো মাসআলায় কেবল নিজের মতের হাদিস আনেননি, বরং প্রতিপক্ষের হাদিসও সততার সাথে উল্লেখ করেছেন।

**৪. দলিল পেশের পদ্ধতিসমূহ (তরিকায়ে ইস্তিদলাল):**

ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর দলিল পেশ করার পদ্ধতি অত্যন্ত অনন্য ও ধাপে ধাপে বিন্যস্ত। তাঁর ইস্তিদলাল পদ্ধতিকে ৪টি প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়:

- প্রথমত: প্রতিপক্ষের দলিল উপস্থাপন:

তিনি প্রথমে মাসআলার বিপক্ষ দলের (সাধারণত শাফিয়ী বা অন্যান্য ইমামদের) দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হাদিসটি সনদসহ উল্লেখ করেন।

- দ্বিতীয়ত: প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব:

এরপর তিনি যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেন যে, ওই হাদিসটি হয় 'মানসুখ' (রহিত), নয়তো তা দুর্বল, অথবা তা কোনো বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত—যা সাধারণ হুকুমের জন্য প্রযোজ্য নয়।

- তৃতীয়ত: নিজের মতের সপক্ষে দলিল:

বিপক্ষের জবাব দেওয়ার পর তিনি হানাফি মাযহাবের মতের সপক্ষে একাধিক সহিহ হাদিস ও আছারে সাহাবা পেশ করেন। তিনি দেখান যে, হানাফি মতটি সর্বাধিক শক্তিশালী দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

- চতুর্থত: 'নজর' বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি:

এটি তাঁর পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হাদিস ও আছার উল্লেখ করার পর তিনি 'নজর' (نظر) বা কিয়াস প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, কুরআনের মূলনীতি ও সুস্থ বিবেকের বিচারেও হানাফি মতটিই গ্রহণযোগ্য। তিনি প্রায়ই বলেন:

"...أَلَا تَرَى" বা "...فَكَانَ النَّظَرُ عِنْدَنَا"

(তোমরা কি লক্ষ্য করছ না... / আমাদের যুক্তিতে এটি এমন...)

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) ছিলেন হাদিস ও ফিকহের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর রচিত 'শরহু মা'আনিল আছার' এবং তাঁর অকাট্য ইস্তিদলাল পদ্ধতি কিয়ামত পর্যন্ত হক-পিপাসু আলেমদের জন্য দিশারী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

"إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ"

(সূরা ফাতির: ২৮)

অর্থ: "বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে (যথাযথ) ভয় করে।"

**7- تحدث عن خصائص شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله -**

**[ইমাম আবুজাফর আত-তাহাভী (র)-এর 'শারহু মাআনী আল-আসা' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কেআলোচনা কর।]**

**او– ابحث خصائص شرح معاني الآثار للامام أبي جعفر الطحاوي وطرق تصنيفه-**

**[অথবা, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাভী-এর 'শারহু মাআনী আল-আসার' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং গ্রন্থটি রচনার পদ্ধতিসমূহ অনুসন্ধান কর।]**

**او– تحدث خصائص شرح معاني الآثار للامام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله مع بيان طرق تأليفه -**

**[অথবা, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাভী (র)-এর 'শারহু মাআনী আল-আসার' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং গ্রন্থটি প্রণয়নের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করে আলোচনা কর।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.)-এর 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং গ্রন্থটি রচনার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

হাদিস সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কিছু গ্রন্থ রয়েছে যা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.)-এর 'শরহু মা'আনিল আছার' (شرح معاني الآثار) তেমনই একটি কালজয়ী গ্রন্থ। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত এই কিতাবটি হানাফি ফিকহের দালিলিক ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। এটি কেবল হাদিসের সংকলন নয়, বরং ফিকহ ও হাদিসের তুলনামূলক গবেষণার এক অনন্য ভাণ্ডার। নিচে এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও রচনা পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

**১. গ্রন্থের পরিচয় ও বিষয়বস্তু:**

'শরহু মা'আনিল আছার' মূলত আহকাম বা আইনি বিধি-বিধান সম্বলিত হাদিসের কিতাব। ইমাম তাহাভী (রহ.) এতে প্রায় দুই সহস্রাধিক পরিচ্ছেদ এবং বিপুল সংখ্যক হাদিস সংকলন করেছেন। কিতাবটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো হাদিসের বাহ্যিক বিরোধ নিরসন করা এবং হানাফি মাযহাবের সত্যতা প্রমাণ করা।

**২. গ্রন্থটি রচনার পদ্ধতি (তরিকায়ে তাসনিফ):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) এই কিতাব রচনায় এক বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যা তাকে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে আলাদা করেছে। তাঁর রচনা পদ্ধতি প্রধানত ৪টি ধাপে বিন্যস্ত:

- (ক) ফিকহি অধ্যায় বিন্যাস: তিনি কিতাবটিকে ফিকহের অধ্যায় অনুসারে সাজিয়েছেন (যেমন—কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত)। ফলে ফকিহদের জন্য মাসআলা খুঁজে বের করা সহজ।
- (খ) প্রতিপক্ষের দলিল ও তার জবাব: প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি প্রথমে সেই হাদিসগুলো আনেন যা হানাফি মাযহাবের বাহ্যিক বিপরীত। এরপর তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি ও সনদের আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর জবাব দেন অথবা সেগুলোকে 'মানসুখ' (রহিত) প্রমাণ করেন।
- (গ) নিজ মতের দলিল পেশ: এরপর তিনি হানাফি মাযহাবের সপক্ষে একাধিক সহিহ হাদিস ও সাহাবীদের আছার (বাণী) উপস্থাপন করেন।
- (ঘ) 'নজর' বা কিয়াসের প্রয়োগ: হাদিস উল্লেখ করার পর তিনি 'নজর' (نظر) বা আকলি যুক্তি পেশ করেন। তিনি দেখান যে, শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী হানাফি মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

**৩. 'শরহু মা'আনিল আছার'-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ (খাসাইস):**

এই গ্রন্থটি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

- **১. ফিকহ ও হাদিসের অপূর্ব সমন্বয়:**

সাধারণ হাদিস গ্রন্থে কেবল হাদিস বর্ণনা করা হয়, ফিকহি মাসআলা থাকে না। আবার ফিকহের কিতাবে সাধারণত হাদিসের সনদ থাকে না। কিন্তু এই কিতাবে ইমাম তাহাভী সনদসহ হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকে ফিকহি মাসআলা বের করেছেন। একে 'ফিকহুল হাদিস' বলা হয়।

- **২. নাসিখ ও মানসুখের আলোচনা:**

এই কিতাবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'নাসিখ-মানসুখ' (রহিতকরণ)-এর আলোচনা। পরস্পর বিরোধী হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি প্রমাণ করেছেন কোনটি আগের এবং কোনটি পরের। তিনি বলেন, পরের হাদিসটি আগেরটিকে রহিত করে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"

(সূরা বাকারা: ১০৬)

অর্থ: "আমি কোনো আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম বা তার সমকক্ষ আয়াত আনি।" (হাদিসের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য)।

- **৩. হানাফি মাযহাবের দালিলিক প্রতিষ্ঠা:**

বিরোধীরা প্রচার করত যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিস কম জানতেন বা হানাফি মাযহাব যুক্তিনির্ভর। ইমাম তাহাভী এই কিতাবে হাজার হাজার হাদিস দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি মাযহাবের প্রতিটি মাসআলা সহিহ হাদিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

- **৪. 'নজর' বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির ব্যবহার:**

তিনি কেবল বর্ণনার ওপর ক্ষান্ত হননি। হাদিসের মর্মার্থ বুঝতে তিনি যুক্তির ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রায়ই বলেন:

"فَكَانَ النَّظَرُ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ..."

(আমাদের যুক্তি ও দৃষ্টিতে বিষয়টি এমন...)

- **৫. জারাহ্ ও তাদীল (সমালোচনা ও প্রশংসা):**

তিনি হাদিসের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) জীবনী পর্যালোচনা করেছেন। কোন রাবী দুর্বল, কে মিথ্যাবাদী আর কে বিশ্বস্ত—তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

- **৬. নিরপেক্ষতা ও ইনসাফ:**

যদিও তিনি হানাফি মাযহাবের সমর্থক, তবুও তিনি প্রতিপক্ষের হাদিস গোপন করেননি। তিনি সততার সাথে বিপক্ষ দলের হাদিস আগে উল্লেখ করেছেন, তারপর ভদ্রোচিত ভাষায় তার জবাব দিয়েছেন।

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, ‘শরহু মা‘আনিল আছার’ হাদিস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের এক মহাসমুদ্র। ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর রচনা পদ্ধতি এবং কিতাবের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন একাধারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী মুহাদ্দিস ও সূক্ষ্মদর্শী ফকিহ। জ্ঞানপিপাসু আলেমদের জন্য, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের দলিল জানতে এই কিতাবের কোনো বিকল্প নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"

(বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর ফিকহ (জ্ঞান) দান করেন।"

ইমাম তাহাভী এবং তাঁর এই কিতাব সেই ‘ফিকহ’-এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

**8- بين سيرة الامام أبي جعفر احمد بن سلامة الأزدى المصرى الطحاوي - ثم بين مزايا كتاب شرح معاني الآثار-**

**[ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে সালামাহ আল-আযদী আল-মিসরী আত-তাহাভী-এর জীবনী বর্ণনা কর। এরপর 'শারহু মাআনী আল-আসার' গ্রন্থের সুবিধাসমূহ বা বিশেষত্বসমূহ উল্লেখ কর।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে সালামাহ আল-আযদী আল-মিসরী আত-তাহাবী (রহ.)-এর জীবনী বর্ণনা কর। এরপর 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থের সুবিধাসমূহ বা বিশেষত্বসমূহ উল্লেখ কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের ইতিহাসে ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) হলেন এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি হাদিস ও ফিকহের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ছিলেন একাধারে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং গভীর প্রজ্ঞাবান ফকিহ। তাঁর রচিত 'শরহু মা'আনিল আছার' মুসলিম উম্মাহর, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের এক অমূল্য সম্পদ। নিচে এই মহান ইমামের জীবনী ও তাঁর কিতাবের বিশেষত্ব আলোচনা করা হলো।

**১. ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)-এর জীবনী:**

- নাম ও বংশ পরিচয়: তাঁর নাম আহমদ, উপনাম (কুনিয়াত) আবু জাফর। পিতার নাম মুহাম্মদ এবং দাদার নাম সালামা। তাঁর বংশতালিকা হলো— আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আল-আযদী আল-মিসরী। মিশরের 'তাহা' গ্রামের দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে 'আত-তাহাবী' বলা হয়।
- জন্ম: তিনি ২২৯ হিজরি (মতান্তরে ২৩৯ হিজরি) সনে মিশরের সাঈদ অঞ্চলের নীল নদের তীরবর্তী 'তাহা' গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- শিক্ষা ও মাযহাব: তাঁর ইলমি জীবনের সূচনা হয় তাঁর মামা, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর প্রধান শাগরেদ ইমাম মুযানী (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে। মামার কাছে তিনি শাফিয়ী ফিকহ ও হাদিস শিক্ষা করেন।

- মাযহাব পরিবর্তন: জ্ঞান-গবেষণার এক পর্যায়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর মামা ইমাম মুযানী (রহ.) মাসআলা চয়নের ক্ষেত্রে প্রায়ই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এই সত্য অনুসন্ধানের স্পৃহা থেকে তিনি হানাফি ফিকহের তৎকালীন মিশরের প্রধান কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান (রহ.)-এর দরসে যোগ দেন এবং হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন।
- ইন্তেকাল: জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সূর্য ৩২১ হিজরি সনে ৮০ বা ৯০ বছর বয়সে মিশরে ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহ তাআলা সত্যপিপাসু আলেমদের সম্পর্কে বলেন:

"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا"

(সূরা আনকাবুত: ৬৯)

অর্থ: "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।"

**২. 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থের বিশেষত্ব ও সুবিধাসমূহ (মাজায়া):**

ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থটি হাদিস সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। এর বিশেষত্ব বা 'মাজায়া' নিচে আলোচনা করা হলো:

- **(ক) হাদিস ও ফিকহের অপূর্ব মিলন:**

এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে হাদিস ও ফিকহকে একত্রিত করা হয়েছে। এটি পাঠ করলে একজন পাঠক একই সাথে মুহাদ্দিস ও ফকিহ হতে পারেন। তিনি হাদিসের সনদ উল্লেখ করেছেন এবং সেই হাদিস থেকে ফিকহি মাসআলা ইস্তিম্বাত (নির্গমন) করেছেন।

- **(খ) বিরোধপূর্ণ হাদিসের সমাধান:**

হাদিসের অনেক কিতাবে বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ হাদিস দেখা যায়, যা সাধারণ পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এই কিতাবের বিশেষত্ব হলো, ইমাম তাহাভী এমন হাদিসগুলো একত্রিত করেছেন এবং 'নাসিখ-মানসুখ' (রহিতকরণ) নীতির মাধ্যমে সেগুলোর চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের বিধান পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়।

- **(গ) হানাফি মাযহাবের শক্তিশালী দলিল:**

হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের জন্য এই কিতাবটি একটি দুর্গস্বরূপ। এই কিতাবের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, হানাফি ফিকহ কেবল কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর নয়, বরং তা সুদৃঢ় হাদিস ও আছারে সাহাবার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

- **(ঘ) 'নজর' বা বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা:**

এই কিতাবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো 'নজর' (نظر) বা আকলি যুক্তির প্রয়োগ। ইমাম তাহাভী হাদিস উল্লেখ করার পর যুক্তির কষ্টিপাথরে তা যাচাই করেন। তিনি দেখান যে, শরিয়তের মূলনীতি ও সুস্থ বিবেকের আলোকেও হানাফি মাযহাবের মাসআলাটি সঠিক।

- **(ঙ) প্রতিপক্ষের প্রতি ইনসাফ:**

তিনি কেবল নিজের মতের হাদিস উল্লেখ করেননি। বরং প্রতিপক্ষের দলিলও সততার সাথে উল্লেখ করেছেন এবং পরে তার জবাব দিয়েছেন। এটি একজন গবেষকের জন্য বিশাল সুবিধা, কারণ এতে তুলনামূলক ফিকহ (ফিকহুল মুকারান) জানা যায়।

- **(চ) রাবীদের সমালোচনা ও প্রশংসা (জারাহ ও তাদীল):**

হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য তিনি রাবীদের জীবনী ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন রাবী 'সিকাহ' (বিশ্বস্ত) আর কে দুর্বল, তা তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'শরহু মা'আনিল আছার' এমন একটি কিতাব, যা ছাড়া ইসলামি আইনের গভীরতা বোঝা অসম্ভব। ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়ে এই কিতাবটি সাজিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, "হাদিস হলো ফিকহের ভিত্তি, আর ফিকহ হলো হাদিসের ফসল।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস সংরক্ষণে এবং ফিকহি জটিলতা নিরসনে এই কিতাবের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

**9- اذكر بعض اسماء شيوخ الامام الطحاوي وتلامذه- ثم بين طرق الاستدلال ومذهبه ومنزلته عند العلماء-**

**[ইমাম আত-তাহাভী-এর কয়েকজন শিক্ষক (শায়খ) ও শিষ্যের নাম উল্লেখ কর। এরপর তাঁর দলীল পেশের পদ্ধতি, তাঁর মাযহাব এবং আলেমদের নিকট তাঁর মর্যাদা বর্ণনা কর।]**

---

**প্রশ্ন: ইমাম আত-তাহাবী (রহ.)-এর কয়েকজন শিক্ষক (শায়খ) ও শিষ্যের নাম উল্লেখ কর। এরপর তাঁর দলিল পেশের পদ্ধতি, তাঁর মাযহাব এবং আলেমদের নিকট তাঁর মর্যাদা বর্ণনা কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) ইলমের আকাশে এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। তিনি অসংখ্য মনিষীর কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং অসংখ্য যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও গবেষণাপদ্ধতি তাঁকে আলেম সমাজের নিকট এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

**১. ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর কয়েকজন শিক্ষক (শায়খ):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) জ্ঞান অন্বেষণে মিশর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং প্রায় ৩০০ জন শায়খের কাছ থেকে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১. ইমাম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুযানী (রহ.): তিনি ছিলেন ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর প্রধান শাগরেদ এবং ইমাম তাহাভীর মামা।

২. কাজি আবু জাফর ইবনে আবী ইমরান আল-হানাফী (রহ.): যার হাতে তিনি হানাফি ফিকহের দীক্ষা নেন।

৩. ইমাম ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা (রহ.): বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও কারী।

৪. ইমাম হারুন ইবনে সাঈদ আল-আইলী (রহ.)।

৫. ইমাম আবু খাযেম আব্দুল হামিদ (রহ.): সিরিয়া ও বাগদাদের প্রধান বিচারপতি।

**২. ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর কয়েকজন ছাত্র (শিষ্য):**

তাঁর কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করে অনেকেই হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন:

১. ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত-তাবারানী (রহ.): বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'আল-মুজাম'-এর রচয়িতা।

২. ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.): বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআন'-এর রচয়িতা।

৩. হাফিজ ইবনে আদি আল-জোরজানী (রহ.)।

৪. ইমাম মাসলামা ইবনে কাসিম (রহ.)।

**৩. তাঁর দলিল পেশের পদ্ধতি (তরিকায়ে ইস্তিদলাল):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) তাঁর কিতাব 'শরহু মা'আনিল আছার'-এ দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে এক বিজ্ঞানসম্মত ও ধাপে ধাপে বিন্যস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:

- **প্রথম ধাপ:** তিনি প্রথমে প্রতিপক্ষের (ভিন্ন মাযহাবের) দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হাদিসটি সনদসহ উল্লেখ করেন।
- **দ্বিতীয় ধাপ:** তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রতিপক্ষের হাদিসটি হয় মানসুখ (রহিত), না হয় তা দুর্বল, অথবা তা ভিন্ন কোনো প্রেক্ষাপটে বর্ণিত।
- **তৃতীয় ধাপ:** এরপর তিনি হানাফি মাযহাবের সপক্ষে একাধিক শক্তিশালী ও সহিহ হাদিস এবং আছারে সাহাবা পেশ করেন।
- **চতুর্থ ধাপ (নজর):** সবশেষে তিনি 'নজর' (نظر) বা কিয়াস ও আকলি যুক্তি পেশ করেন। তিনি দেখান যে, কুরআনের মূলনীতি ও যুক্তির বিচারেও হানাফি মতটি সঠিক। তিনি প্রায়ই বলেন:

"أَلَا تَرَى..." (তোমরা কি লক্ষ্য করছ না...) বা "فَكَانَ النَّظَرُ عِنْدَنَا..." (আমাদের দৃষ্টিতে/যুক্তিতে বিষয়টি এমন...)।

**৪. তাঁর মাযহাব:**

শৈশবে তিনি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী থাকলেও যৌবনে তিনি গবেষণা করে হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন। তবে তিনি হানাফি মাযহাবের অন্ধ অনুসারী (মুকাল্লিদ মহজ) ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব'। তিনি মাযহাবের ইমামদের উসুল বা মূলনীতি ঠিক রেখে দলিলের

ভিত্তিতে কোনো কোনো মাসআলায় নিজস্ব রায় বা মতও প্রদান করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন:

"لَا يُقَلِّدُ إِلَّا عَصَبِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ"

অর্থ: "গোঁড়া বা নির্বোধ ছাড়া কেউ অন্ধ তাকলিদ করে না।" (অর্থাৎ তিনি দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতেই হানাফি মাযহাব অনুসরণ করতেন)।

**৫. আলেমদের নিকট তাঁর মর্যাদা (মানজিলাত):**

সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকল আলেম একবাক্যে ইমাম তাহাভীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন।

- **ইমাম ইবনে ইউনুস (রহ.) বলেন:** "তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, দৃঢ়তা সম্পন্ন, ফকিহ এবং জ্ঞানী। তাঁর পরে মিশরে তাঁর মতো আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি।"
- **মাসলামা ইবনে কাসিম বলেন:** "তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং ফকিহ। মানুষের মতভেদ বা ইখতিলাফ সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ ছিল না।"
- **ইমাম যাহাবী (রহ.)** তাঁকে 'ইমাম, আল্লামা, হাফিজ, মুহাদ্দিসু দিয়ারিল মিসরিয়্যাহ' (মিশরের মুহাদ্দিসগণের ইমাম) উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

"الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ"

(সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অর্থ: "আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী।"

ইমাম তাহাভী (রহ.) ছিলেন সেই উত্তরাধিকারের এক উজ্জ্বল প্রদীপ।

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) ছিলেন ইলমের এক মহাসাগর। হাদিস ও ফিকহের ময়দানে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর ছাত্র ইমাম তাবারানী এবং ইমাম জাসসাসের মতো মনীষীরা তাঁর ইলমের ব্যাপ্তি প্রমাণ করেন। তাঁর ইস্তিদলাল পদ্ধতি ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হানাফি মাযহাবকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

**10- تحدث عن كتاب شرح معاني الآثار مع ذكر عدد احاديثه ورواته - ثم اذكر منهج المؤلف وطرق استدلاله-**

**['শারহু মাআনী আল-আসার' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা উল্লেখ কর। এরপর লেখকের কর্মপদ্ধতি ও দলীল পেশের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।]**

---

**প্রশ্ন: 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা কর এবং এর হাদীস ও রাবীর সংখ্যা উল্লেখ কর। এরপর লেখকের কর্মপদ্ধতি (মানহাজ) ও দলিল পেশের পদ্ধতিসমূহ (ইস্তিদলাল) বর্ণনা কর।**

**উত্তর:** ভূমিকা:

ইসলামি আইনশাস্ত্র ও হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসে হিজরি তৃতীয় শতাব্দী ছিল এক সোনালি অধ্যায়। এই যুগে ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) রচিত 'শরহু মা'আনিল আছার' (شرح معاني الآثار) একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। এটি হানাফি মাযহাবের দালিলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এই গ্রন্থে ইমাম তাহাভী হাদিস ও ফিকহের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যা তৎকালীন আর কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না।

**১. 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থের পরিচয়:**

এই গ্রন্থটি মূলত 'আহকাম' বা বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদিসের সংকলন। ইমাম তাহাভী (রহ.) এই গ্রন্থে এমন সব হাদিস একত্রিত করেছেন, যেগুলোর বাহ্যিক অর্থের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। তিনি এই বিরোধ নিরসন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিতাবটি ফিকহি অধ্যায় অনুসারে সাজানো, যা মুহাদ্দিস ও ফকিহ—উভয় শ্রেণির জন্য অত্যন্ত উপকারী।

**২. হাদীস ও রাবীর সংখ্যা (আদাদু আহাদীসিহি ওয়া রুওয়াতিহি):**

এই বিশাল গ্রন্থটির ব্যাপ্তি বোঝানোর জন্য এর হাদিস ও অধ্যায়ের পরিসংখ্যান জানা জরুরি। গবেষকদের মতে এর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

- **হাদীস সংখ্যা:** গ্রন্থটিতে বিপুল সংখ্যক হাদিস ও আছার সংকলিত হয়েছে। আধুনিক মুদ্রণ ও গবেষণা অনুযায়ী এতে পুনরাবৃত্তিসহ মোট হাদিসের সংখ্যা প্রায় **২২,২৪৮টি** (বাইশ হাজার দুইশত আটচল্লিশ)। এর মধ্যে 'মারফু', 'মাওকুফ' ও 'মাকতু' সব ধরণের হাদিস রয়েছে।

- **অধ্যায় সংখ্যা:** কিতাবটি বিভিন্ন ফিকহি বিষয়ে বিভক্ত। এতে প্রায় **২,৫০০টি** (আড়াই হাজার) বাব বা অনুচ্ছেদ রয়েছে।
- **রাবী বা শায়খদের সংখ্যা:** ইমাম তাহাভী (রহ.) এই কিতাবে প্রায় **২৮০ থেকে ৩০০ জন** ওস্তাদ বা শায়খের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে মিশর, শাম (সিরিয়া), ফিলিস্তিন ও হিজাজের বড় বড় মুহাদ্দিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

**৩. লেখকের কর্মপদ্ধতি (মানহাজুল মুয়াল্লিফ):**

ইমাম তাহাভী (রহ.) তাঁর এই অমর গ্রন্থ রচনায় এক অনন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:

- **(ক) ফিকহি বিন্যাস:** তিনি হাদিসের কিতাবটিকে ফিকহের ধারাবাহিকতা (তাহারাত, সালাত, যাকাত ইত্যাদি) অনুযায়ী সাজিয়েছেন।
- **(খ) বিরোধ নিরসন:** প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি পরস্পর বিরোধী হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন এবং 'নাসিখ-মানসুখ' (রহিতকরণ) নীতির আলোকে সেগুলোর সমাধান দিয়েছেন।
- **(গ) সনদের আলোচনা:** তিনি কেবল হাদিস উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং হাদিসের সনদ ও রাবীদের অবস্থা (জারাহ ও তাদীল) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
- **(ঘ) ইনসাফ ও সততা:** তিনি প্রথমে প্রতিপক্ষের হাদিস আনেন, তারপর নিজের মাযহাবের হাদিস আনেন—যা তাঁর ইলমি সততার পরিচয় বহন করে।

**৪. দলিল পেশের পদ্ধতিসমূহ (তরিকায়ে ইস্তিদলাল):**

'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থে ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর দলিল পেশ করার পদ্ধতিটি অত্যন্ত চমৎকার ও যৌক্তিক। তাঁর ইস্তিদলাল পদ্ধতিকে ৪টি প্রধান ধাপে ভাগ করা যায়:

- **প্রথম ধাপ: প্রতিপক্ষের দলিল উপস্থাপন:**

যেকোনো মাসআলার শুরুতে তিনি প্রথমে বিপক্ষ দলের (ভিন্ন মাযহাবের) দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হাদিসটি সনদসহ উল্লেখ করেন।

- **দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব:**

এরপর তিনি প্রতিপক্ষের হাদিসটির ওপর পর্যালোচনা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, ওই হাদিসটি হয়তো 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে, অথবা সেটি কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছিল, অথবা সনদের দিক থেকে তা দুর্বল।

- **তৃতীয় ধাপ: নিজ মাযহাবের সপক্ষে দলিল:**

বিপক্ষের জবাব দেওয়ার পর তিনি হানাফি মাযহাবের মতের সপক্ষে শক্তিশালী ও সহিহ হাদিস এবং সাহাবীদের আছার পেশ করেন। তিনি দেখান যে, হানাফি মতটি অধিক সংখ্যক ও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সমর্থিত।

- **চতুর্থ ধাপ: 'নজর' বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি:**

এটি ইমাম তাহাভীর পদ্ধতির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। হাদিস ও আছার উল্লেখ করার পর তিনি 'নজর' (نظر) বা কিয়াস ও আকলি যুক্তি পেশ করেন। তিনি বলেন, শরিয়তের মূলনীতি ও সুস্থ বিবেকের বিচারেও হানাফি মাযহাবের মাসআলাটিই সঠিক। তিনি প্রায়ই বলেন:

"فَكَانَ النَّظَرُ عِنْدَنَا..." (আমাদের দৃষ্টিতে বা যুক্তিতে বিষয়টি এমন...)

অথবা "أَلَا تَرَى..." (তোমরা কি লক্ষ্য করছ না...)

**উপসংহার:**

পরিশেষে বলা যায়, 'শরহু মা'আনিল আছার' হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের এক মহাসমুদ্র। এতে প্রায় ২২ হাজারেরও বেশি হাদিস সংকলন করে ইমাম তাহাভী (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি মাযহাব কোনো ভিত্তিহীন মতবাদ নয়, বরং তা সহিহ হাদিস ও অকাট্য যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই অনন্য কর্মপদ্ধতি ও ইস্তিদলাল শৈলী কিয়ামত পর্যন্ত আলেমদের জন্য গবেষণার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ"

(মিশকাত)

অর্থ: "প্রতিটি যুগে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা এই ইলম (দ্বীন) ধারণ করবে।"

ইমাম তাহাভী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের সেই ন্যায়পরায়ণ ইলম ধারক।